শিব

শিবের বয়স কত?
শিবের বয়স ব্রহ্মার বয়সের 49 গুণ যা 100 "ঐশ্বরিক বছর"। অতএব, শিবের বয়স **49 X 100** "ঐশ্বরিক বছর" = **4900** "ঐশ্বরিক বছর" = **1524096000000000** পৃথিবী বছর (**15** কোয়াড্রিলিয়ন **240** ট্রিলিয়ন **960** বিলিয়ন বছর)।

পৃথিবীর প্রথম প্রেমের বিয়ে কে?
হিন্দু পুরাণে তাদের বিবাহ হল বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রথম লিপিবিদ্ধ প্রমাণ যে একজন নারী এবং একজন পুরুষকে একত্রিত করে। ভগবান শিব এবং পার্বতীর বিবাহকে বিশ্বের প্রথম প্রেম বিবাহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাদের প্রেমের গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রেরণা হয়ে আসছে এবং আজও তাই চলছে।

শিবের প্রথম স্ত্রী কে ছিলেন?
সতী ছিলেন শিবের প্রথম স্ত্রী, অন্যজন ছিলেন পার্বতী, যিনি সতীর মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। সতীর প্রথম উল্লেখ রামায়ণ এবং মহাভারতের সময়ে পাওয়া যায়, তবে তার কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়।

Published on: Jul, 09 2025 18:45

সতীর পুনর্জন্ম হয়েছিল?
শক্তিপীঠ সৃষ্টির পর, সতী দেবী পার্বতী রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তাঁর দ্বিতীয় জন্মে, তাঁর পিতামাতা ছিলেন পাহাড়ের রাজা হিমবান এবং তাঁর স্ত্রী মেনোবতী। এর অর্থ হল পার্বতীকে পাহাড়ের দেবীও মনে করা হত।

শিবের সাথে পার্বতীর বিয়ের হয় কত বছর বয়সে?
শিব মহা-পুরাণ 2.3. 22.49-53 থেকে এই উদ্ধৃতি অনুসরণ করলে, দেবী পার্বতী যখন শিবকে বিবাহ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স কমপক্ষে 3000 বছরেরও বেশি ছিল।

পার্বতীর পুনর্জন্ম কতবার হয়েছিল?
আদি হল নতুন সূচনার মাস এবং দেবী পার্বতী নিজেই এই সময়ের মধ্যে একটি মাস শুরু করেছিলেন। ক্ষতকিারক তাঁর কৌতুকপূর্ণ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, তিনি 108 বার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিটি মাসেই তিনি তাঁর মন শিবের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

শিবের প্রিয় স্ত্রী কে ছিলেন?
শিবের স্ত্রী হিসেবে, পার্বতী জীবন-নিশ্চয়তা, সৃজনশীল শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যা শিবের কঠোর, বিশ্ব-অস্বীকারকারী প্রকৃতির পরিপূরক। তাঁর জীবনে তাঁর উপস্থিতি তাঁকে বিচ্ছিন্নতা থেকে পার্থিব বাস্তবতার দিকে টেনে আনে, এইভাবে হিন্দু দর্শনে তপস্যা এবং গৃহস্থ জীবনের দুটি মেরুতে ভারসাম্য বজায় রাখে।

পৃথিবীর প্রথম প্রেমে কাহিনী কোনটি?
প্রথম প্রেমকাহিনীটি শিব এবং দেবী শক্তি (পার্বতী) এর। দেবী শক্তি শিবের প্রেমে লাভের জন্য দুটি জন্ম নিয়েছিলেন। দেবী শক্তি তার প্রথম জন্মে সতী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রজাপতি দক্ষের গর্ভে।

পার্বতীর রং সবুজ কেন?
হিন্দুধর্মে সবুজ মাদুরাই মীনাক্ষী (দেবী পার্বতী) কে সবুজ রঙের দেহে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ তিনি মূল প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন । তিনি প্রকৃতি মাতার মূর্তি।

দুর্গা কি শিবের স্ত্রী?
দুর্গাকে সাধারণত একজন ব্রহ্মচারী এবং স্বাধীন দেবী হিসেবে পূজা করা হয়। তবে, কিছু জনপ্রিয় ভক্তিমূলক রীতিতে - বিশেষ করে পূর্ব ভারতে, যেমন বাংলার শাক্ত লোক ঐতিহ্যে, তাকে শিবের পাশাপাশি পূজা করা হয়, যাকে তার সহধর্মিণী হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

গঙ্গা কি শিবের স্ত্রী?
শিবপুরাণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে শিব কখনও গঙ্গার সাথে বিবাহিত হননি। এটি পার্বতীকে তাঁর শাশ্বত সহধর্মিণী এবং শক্তির মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে।

পার্বতী কেন জন্ম দিতে পারেনেনি?

Published on: Jul, 09 2025 18:45

কামদেব তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন এবং শিবের তৃতীয় নয়ন তাঁকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার ফলে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। দেবী লক্ষ্মী তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সহ্য করতে পারেননি এবং ক্রোধে জ্বলে ওঠেন, তিনি পার্বতীকে অভিশাপ দেন যে তিনি কখনও গর্ভবতী হতে পারবেন না কারণ তিনিই তাঁর পুত্রের জীবন উৎসর্গ করার কারণ।

শিব ও পার্বতীর কন্যা কে?
অশোকসুন্দরী একজন হিন্দু দেবী। তিনি শিব ও পার্বতীর কন্যা এবং নহুষের পত্নী।

শিবের প্রথম পুত্র কে ছিলেন?
ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে কার্তিকেয় এবং গণেশকে শিব ও পার্বতীর পুত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিবের কয়টি সন্তান ছিল?
আমরা সকলেই ভগবান গণেশ এবং কার্তিকেয়কে ভগবান শিবের সন্তান হিসেবে জানি। তবে, ভগবান শিবের আরও কিছু সন্তান রয়েছে যাদের প্রায়শই মনে রাখা হয় না। আসলে, খুব কম লোকেই তাদের সম্পর্কে জানেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, ভগবান শিব 8 সন্তানের জনক ছিলেন।

শিবের পাঁচ কন্যা কে?
শিব কন্যারা অস্তিত্ব এবং চেতনার বহুমুখী প্রকৃতির প্রতীক, ভক্তদের তাদের আধ্যাত্মিক পথে নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদ প্রদান করে। তাদের ভূমিকা এবং প্রতীকীকরণের মাধ্যমে, জয়া, বিশার, শামিলবাড়ি, দেব এবং দোতলি তাদের ঐশ্বরিক করুণা এবং শাশ্বত তাৎপর্য দিয়ে   সমৃদ্ধ করে।

শিবের নক্ষত্র কি?
শিব বেশ কয়েকটি নক্ষত্রের সাথে যুক্ত, যা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মৃগশিরা (23-20 বৃষ – 06- 40মিথুন), যা শিবের সোম রূপ, এবং আর্দ্র (06 -40 – 20 -00 মিথুন), যা তার রুদ্র রূপ।

ভগবান শিব কোন গ্রহ?
শিব শনির সাথে সম্পর্কিত, যা গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতিতে চলমান, দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করে এবং মহান কর্মফল গণনাকারী। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি তাঁর ত্রিশূলের মতো শিবের প্রতীকী দিকগুলির সাথে আবির্ভূত হয় এবং শিবের মতো যারা তাঁর সুশৃঙ্খল নির্দেশনা গ্রহণ করে তাদের শান্তি প্রদান করে।

শিবের চক্র কোনটি?
সহস্রার চক্রে সহস্র পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্ম ফুল পূর্ণ, উদ্ভাসিত চেতনার প্রতীক হিসেবে ফুটে ওঠে। এই চক্রের দেবত্ব হলেন শিব, বিশুদ্ধ, পরম চেতনার রূপে। এর সাথে সম্পর্কিত উপাদান হল আদি তত্ত্ব, পরম, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

শিব কোন পর্বতে বাস করেন?

হিন্দু কিংবদন্তি অনুসারে, ধ্বংস এবং পুনর্জন্মের দেবতা শিব কৈলাস নামক এই বিখ্যাত পর্বতের চূড়ায় বাস করেন। হিন্দুধর্মের অনেক সম্প্রদায় কৈলাস পর্বতকে স্বর্গ, আত্মার চূড়ান্ত গন্তব্য এবং বিশ্বের পবিত্র কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মহাদেবের অন্যান্য নাম কী কী?
মহাদেব, যিনি শিব নামেও পরিচিত, তার অনেক নাম রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল: শঙ্কর, মহেশ, রুদ্র, নীলকণ্ঠ, ভোলানাথ, এবং মহেশ্বর। এছাড়াও, শিবকে বিশ্বনাথ, পশুপতি, এবং ত্রিলোচন নামেও ডাকা হয়।

শিব কি চন্দ্র দেবতা?
বৈদিক গ্রন্থে সোমকে চাঁদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যা চন্দ্র দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে। পরবর্তী সাহিত্যে, চন্দ্র দেবতা, সোম এবং ভগবান শিবকে গভীরভাবে সংযুক্ত হিসেবে দেখা হয়েছিল, উভয়ই পবিত্রতা, নবজীবন এবং পুষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে।

শিবের মাথায় চাঁদ কেন থাকে?সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে নির্দেশ করে, যা জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্রের সাথে সম্পর্কিত। শিবের মাথায় চাঁদ এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ এবং সময়ের ঊর্ধ্বে তার অবস্থান নির্দেশ করে।
শিবের মাথায় চাঁদ থাকার পেছনে বিভিন্ন পৌরাণিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রধান কারণ হলো, শিবকে "চন্দ্রশেখর" বা "চন্দ্রভূষণ" বলা হয়, যার অর্থ "যিনি চন্দ্রকে ধারণ করেন"। শিব পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে চাঁদকে শিবের মাথায় ধারণ করার পেছনের বিভিন্ন কাহিনি বর্ণিত আছে। একটি জনপ্রিয় কাহিনি অনুসারে, চন্দ্রদেব শিবের পূজা করে তাঁর কৃপায় অভিশাপমুক্ত হয়েছিলেন এবং শিব তাঁকে নিজের মাথায় ধারণ করার অনুমতি দেন। শিবের মাথায় চাঁদ আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং জ্ঞানার্জনের প্রতীক। এটি নির্দেশ করে যে শিব তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান ও মুক্তিলাভের পথ দেখান। সংক্ষেপে, শিবের মাথায় চাঁদ কেবল একটি অলঙ্কার নয়, এটি সময়ের প্রতীক, শান্তির প্রতীক, শক্তির প্রতীক এবং ভক্তের প্রতি শিবের অসীম প্রেম ও করুণার প্রতীক।

নাসা কেন নটরাজ মূর্তি রাখে?
এই গবেষণাগারের লক্ষ্য হল মহাবিশ্বের মৌলিক আইন এবং পদার্থের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও উন্নত করা । মূর্তিটির পিছনের প্রতীকবাদ বহুমুখী। নটরাজের নৃত্য মহাবিশ্বের সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং ধ্বংসকে নির্দেশ করে, যা CERN-এর পদার্থবিদদের উপ-পরমাণু কণা অধ্যয়নের কাজের প্রতিফলন।

Published on: Jul, 09 2025 18:45